অধ্যায় - ৩৯

নারীবাদ
[Feminism]

অধ্যায়সূচী

[(১) ভূমিকা (২) নারীবাদের উদ্ভব ও বিকাশ (৩) নারীবাদ কাকে বলে? (৪) নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (৫) নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকারভেদ (৬) উদারনীতির নারীবাদ (৭) সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসবাদী নারীবাদ (৮) র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ (৯) কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ (১০) উত্তর-আধুনিক নারীবাদ (১১) একবিংশ শতাব্দীতে নারীবাদ]

৩৯.১ ভূমিকা (Introduction)

নারীবাদী ভাবনাসম্ভূত বক্তব্যের অল্পবিস্তর অভিব্যক্তি প্রাচীনকালে চীন দেশে দেখা গেছে। কিন্তু সেই সমস্ত কথাবার্তার কোন জোরালো প্রকাশ কোন বিকশিত রাজনীতিক তত্ত্বের মাধ্যমে ঘটেনি। মেরী উলস্টোনক্রাফ্ট (Mary Wollstonecraft)-এর প্রণীত *A Vindication of Rights of Woman* (1792) শীর্ষক গ্রন্থে নারীবাদী বক্তব্যের প্রথম সুসংগঠিত প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে মহিলাদের ভোটাধিকারের ব্যাপারে আন্দোলন সংগঠিত হয়। নারী ভোটাধিকারের আন্দোলনের সুবাদে নারীবাদ সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা অধিকতর সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। একে বলা হয় তথাকথিত 'প্রথম পর্বের নারীবাদ' (first-wave feminism)। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অধিকাংশ পশ্চিমী দেশগুলিতে নারী ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। এই সাফল্যের কারণে নারী আন্দোলনের মুখ্য লক্ষ্য এবং সাংগঠনিক নীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে 'দ্বিতীয় পর্বের নারীবাদ' (second-wave feminism)-এর অভ্যুত্থান ঘটে। এই সময় নারী-স্বাধীনতা আন্দোলন অধিকতর সংগঠিত ও বিকশিত হতে থাকে। সমাজে নারী জাতির অবস্থার আমূল বা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ব্যাপারে দাবি-দাওয়া উত্থাপিত হতে থাকে।

নারীবাদী তত্ত্ব ও মতবাদসমূহ বহু ও বিভিন্ন। কিন্তু একটি বিষয়ে সকল নারীবাদীদের বক্তব্যের মধ্যে অভিন্নতার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। উদ্দেশ্যগত অভিন্নতার এই ক্ষেত্রটি হল নারীজাতির সামাজিক ভূমিকার পরিধিকে যে কোন উপায়ে সম্প্রসারিত করা। নারীবাদী ধারণার অন্তর্ভুক্ত দুটি মৌলিক বিষয় হল : (ক) সমাজে লিঙ্গগত অসাম্য-বৈষম্য বর্তমান এবং (খ) পুরুষ জাতির এই প্রাধান্যমূলক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন সম্ভব এবং উচিত।

নারীবাদ কথাটি নিছকই পশ্চিমী কিনা এবং এই ধারণাটি এতদঞ্চলে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটি বিষয় কিনা, এ বিষয় বিতর্কিত আলোচনা বর্তমান।

'নারীবাদ' (feminism) এই শব্দটি বিদেশী হতে পারে। কিন্তু এই ধারণাটি একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়াকে প্রতিফলন করে। উনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে এই প্রক্রিয়াটির সূত্রপাত ঘটে। নারীজাতির অধীনতামূলক অবস্থানের বিরুদ্ধে সংগঠিত উদ্যোগ হিসাবে এই প্রক্রিয়াটি এতদঞ্চলে শুরু হয়। সুতরাং নারীবাদকে একটি বিদেশী মতবাদ বা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া ধারণা বলা যায় না।

এশিয়া মহাদেশে নারীবাদী সচেতনতার অভ্যুত্থানের বিষয়টি একটি ঐতিহাসিক বিষয়। রাজনীতিক সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঔপনিবেশিক বিদেশী শাসন-শোষণ এবং স্থানীয় সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। এই সময় গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা বিকশিত হয়। নারীজাতির বিরুদ্ধে অন্যায় অবিচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ ঘটে। এই সময় এশিয়া মহাদেশে নারীবাদ ও নারীবাদী সংগ্রাম মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এই সময় নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিবিধ দাবি-দাওয়া নিয়ে নারীবাদীরা সোচ্চার হন। এই সমস্ত দাবি-দাওয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'বিধবা বিবাহ', 'বহুপত্নীতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ', 'সতীদাহ প্রথার অবসান', 'নারী-শিক্ষার বিস্তার', 'মহিলাদের আইনী মুক্তির ব্যবস্থা' প্রভৃতি।

৩৯.২ নারীবাদের উদ্ভব ও বিকাশ (Origin and Development of Feminism)

অন্যতম রাজনীতিক ধারণা হিসাবে নারীবাদের আবির্ভাব ঘটেছে বিংশ শতাব্দীতে। তবে বিংশশতাব্দীর ষাটের দশকের আগে অবধি নারীবাদ সম্পর্কিত আলোচনা খুব বেশী পরিচিতি পায়নি। বর্তমানে নারী আন্দোলন এবং মহিলাদের সামাজিক ভূমিকার পরিধিকে প্রসারিত করা সম্পর্কিত উদ্যোগ-আয়োজনের